যুগান্তর

তারিখ ... 09 FEB 2007 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

উচ্চ শিক্ষা কৌশলপত্র বাস্তবায়ন শুরু

প্রথম ধাপে বাজেট ১৩৫০ কোটি টাকা : জনবল ও দক্ষতা বাড়ানো হবে

মুসতাক আহমদ ।

দেশের উচ্চ শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানোর লক্ষ্যে '২০ বছর মেয়াদি উচ্চ শিক্ষা কৌশলপত্র' বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। চারটি ধাপে বাস্তবায়নযোগ্য ওই কৌশলপত্রের প্রাথমিক ধাপে সাড়ে ১৩শ' কোটি টাকা বাজেট নির্ধারণ করা হয়েছে। এ ধাপে দেশের সব পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন এবং তা দেখভালের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষতা ও জনবল বৃদ্ধি করা হবে। প্রাথমিক ধাপের এ কাজ বাস্তবায়নের জন্য সময়সীমা বেঁধে দেয়া হয়েছে পাঁচ বছর। ২০১২ সালের জুনের মধ্যে কাজ সম্পন্ন করতে হবে। সফলভাবে কাজ সম্পাদনের লক্ষ্যে দুটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। বিশ্বব্যাংকের কারিগরি সহায়তায় গৃহীত প্রকল্প দুটি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সোমবার শিক্ষা মন্ত্রণালয় চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে ওইদিনই অর্থ মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হয়েছে।

দেশের সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে মানসম্মত উচ্চ শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ নিয়ে ব্যাপক অনিয়ম ও স্বেচ্ছাচারিতার অভিযোগ দীর্ঘদিনের। শিক্ষাদানকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা 'এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক, একাডেমিক ও জনপ্রশাসনে দুর্নীতি আর অনিয়ম স্থায়ী বাসা বেঁধে বসেছে। এ কারণে অনেক ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাটা হয়ে পড়েছে গৌণ। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিক্ষকসহ সংশ্লিষ্টদের বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা আদায় ও নেয়া-দেয়ার প্রবণতাই মুখ্য হয়ে প্রকাশ পেয়েছে। এ অবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রকৃত অর্থে উচ্চ শিক্ষার স্থানে এবং উচ্চ শিক্ষাকে যথার্থভাবে মানবসম্পদ উন্নয়নের হাতিয়ারে পরিণত করতে সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এ বিষয়টির প্রতি খেয়াল রেখে উচ্চ শিক্ষা ব্যবস্থার সার্বিক সংস্কারের লক্ষ্যে ২০০৫ সালের জানুয়ারি মাসে সরকারি নির্দেশে ইউজিসি 'উচ্চ শিক্ষার উন্নয়নে ২০ বছর মেয়াদি কৌশলপত্র' গ্রহণ করে। তখন ইউজিসি চেয়ারম্যান অধ্যাপক এম আসাদুজ্জামানের নেতৃত্বে বিশেষজ্ঞ কমিটি কাজ শুরু করে। ৬টি বিশেষজ্ঞ কমিটির মোট ৩৬ জন অধ্যাপক ৬ মাস সরেজমিন গবেষণা করে ৬টি রিপোর্ট তৈরি করেন। পরবর্তী সময়ে বিষয়ভিত্তিক ৪ জন বিশেষজ্ঞ ৬টি রিপোর্টের মূল তথ্য ও উপাত্ত একীভূত করে একটি রিপোর্ট তৈরি করেন।

বিশ্বব্যাংকের আন্তর্জাতিক উপদেষ্টা গ্রুপ রিপোর্টটি পর্যালোচনা করে মতামত দিয়েছে। সর্বশেষ ৭৮ পৃষ্ঠার একটি কৌশলপত্র চূড়ান্ত হয়। কৌশলপত্রে তাৎক্ষণিক (২০০৬-৭), স্বল্পমেয়াদি (২০০৮-২০১৩), মধ্যমেয়াদি (২০১৪-২০১৯) ও দীর্ঘমেয়াদি (২০১৪-২০১৯)— এই চারটি ধাপে মোট ৩২টি সুপারিশ বাস্তবায়নের পরামর্শ দেয়া হয়। ২০০৬ সালের ১০ এপ্রিল ওই চূড়ান্ত রিপোর্ট তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার হাতে তুলে দেয়া হয়। স্বাধীনতার পর দেশে প্রথমবারের মতো উচ্চ শিক্ষার উন্নয়নে এ ধরনের কৌশলপত্র প্রণীত হয়। রিপোর্টটি পেশকালে তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী ড. এম ওসমান ফারুক, প্রতিমন্ত্রী আনম এহছানুল হক মিলন, প্রণয়ন কমিটির চেয়ারম্যান অধ্যাপক এম আসাদুজ্জামান ছাড়াও সব পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এবং বিশেষজ্ঞরা উপস্থিত ছিলেন। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী রিপোর্টকে শিক্ষাক্ষেত্রে 'গুরুত্বপূর্ণ দলিল' হিসেবে উল্লেখ করে তাৎক্ষণিকভাবে কৌশলপত্রের সুপারিশ বাস্তবায়নে একটি মনিটরিং সেল গঠনের নির্দেশ দেন।

রিপোর্ট ঘেঁটে দেখা যায়, প্রথম ধাপেই শিক্ষার সার্বিক সংস্কার নিশ্চিতে মোট ১৫টি সুপারিশ রয়েছে। এগুলোর মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-কর্মকর্তা ও ছাত্রছাত্রীদের কার্যক্রমে স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিতের কথা বলা হয়েছে। এ লক্ষ্যে ডিন, চেয়ারম্যান ও ইন্সটিটিউটের পরিচালকের ক্ষমতা বৃদ্ধির সুপারিশ রয়েছে। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর আইন সংশোধন, মেধা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে শিক্ষক নিয়োগে অভিন্ন আইন প্রণয়ন, জিডিপির দশমিক ৩০ ভাগ উচ্চ শিক্ষায় ব্যয় করা, অ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিল গঠন, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর স্বেচ্ছাচারিতা ও অনিয়ম রোধে ইউজিসিকে 'রিকমান্ডিং বডি' থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নের বডি রূপান্তর, আইসিটি শিক্ষার ব্যাপক সম্প্রসারণে ফান্ড তৈরি, পিআরএসপির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সিলেবাস ঢেলে সাজানোর পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা। রিপোর্টে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাদানে ব্যাপক নৈরাশ্যজনক চিত্র তুলে ধরে শিক্ষা উন্নয়নে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬টি অপারেশনাল সেন্টার স্থাপনসহ নানা সুপারিশ রয়েছে। ২০০৭ সালের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর স্বায়ত্তশাসন পুনর্নির্ধারণ করে ছাত্র-শিক্ষকদের রাজনীতি সীমিতকরণের ব্যবস্থা এবং উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে দূরশিক্ষণ কার্যক্রমকে আরও জোরদার করার সুপারিশ করা হয়।

দ্বিতীয় পর্যায়ে স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনায় বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আর্থিক প্রশাসনে স্বচ্ছতা আনয়ন ও আর্থিকভাবে স্বনির্ভরের ওপর জোর দেয়া হয়েছে। ৫ বছরের গৃহীত সুপারিশমালার মধ্যে রয়েছে— বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থ ব্যবস্থাপনাকে সুসংহতকরণ, নতুন ৭টি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন, ছাত্রদের টিউশন ফি বাড়ানো, ডাউচার পদ্ধতি প্রবর্তন, এলামনাইদের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ, বেসরকারি উদ্যোক্তাদের অংশগ্রহণ, সব উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আইসিটি সংযোগ, অধিকসংখ্যক এমফিল ও পিএইচডি বৃত্তির ব্যবস্থা, জাতীয় গবেষণা পরিষদ ও ল্যাবরেটরি স্থাপন।

এছাড়া মধ্যমেয়াদি ২০১৪-২০১৯ সালের মধ্যে বিশ্বমানের শিক্ষা ও গবেষণা কৌশল নির্ধারণ করতে একটি পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠা ও নতুন ৯টি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন এবং দীর্ঘমেয়াদি ২০১৪-২০১৯ সালের মধ্যে নতুন ১২টি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব রয়েছে।